পদক্ষেপ
মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র

(পদক্ষেপ এর একটি মাসিক 'ই' সাময়িকী)
ই-নিউজ

বর্ষ: ১৩ | সংখ্যা: ১২৯

সম্ভাবনার ক্ষমতায়নে সাম্যে গড়া
টেকসই ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ১৯৮৬ থেকে

নভেম্বর ২০২৩

'পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার' উপ-প্রকল্পের জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা

হস্তশিল্পের প্রসার, অভিজ্ঞতা ও শিখন বিনিময়ের জন্য গত ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর আওতায় 'পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার' উপ-প্রকল্পের জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার শুরুতে সকলের সাথে পরিচিতি ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পদক্ষেপ প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে 'বিসিক' রংপুর এর ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার এহসানুল হক এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর রংপুর এর সহকারি পরিচালক বিজন কুমার রায় উপস্থিত ছিলেন। পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক পরিবেশবান্ধব এবং ডিজিটাল ব্যবসায়ের প্রতি সকলকে উদ্যোগী হওয়ার আহবান জানান।

প্রধান অতিথি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় পণ্য তৈরিতে পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি ব্যবহার এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পরিবেশকে ঠিক রেখে কার্যক্রম পরিচালনার উপর গুরত্বারোপ করেন। পণ্য বাজারজাতকরণ এবং সিগনেচার পণ্যগুলো বিক্রয় ও রপ্তানির জন্য সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি। এধরনের সভা অয়োজনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত হওয়া, পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও কারখানার কর্মপরিবেশ উন্নয়নের উপর আলোকপাত করেন। বিশেষ অতিথি বিজন কুমার জেলা ব্রান্ডিং এর অংশ হিসেবে শতরঞ্জির আরও ইনোভেটিভ ডিজাইন তৈরি করা, প্যাকেজিং এর জন্য জুট-কটন শপিং ব্যাগ তৈরি করা, পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ, কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বিবেচনা করে অংশগ্রহণমূলক পরিবেশগত অনুশীলন নিয়ে কাজ করার জন্য কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। হস্তশিল্প উপ-প্রকল্পে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের পরিবেশগত প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি জোরদার করা হচ্ছে।

সংস্থার সহকারি পরিচালক আয়শা সিদ্দিকা এর সঞ্চালনায় কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রংপুর 'আরসিসিআই' এর পরিচালক মোঃ সানোয়ার হোসেন, রংপুর তাঁত বোর্ডের মোঃ তপু চৌধুরী, 'জেডিপিসি' সেন্টার ইনচার্জ মোঃ দিদারুল হক প্রমুখ।

কর্মশালায় প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ও শিখন বিনিময়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইরফানুল বারী সরকার। অংশগ্রহণকারীদের উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে আগামী দিনগুলোতে সকলের সহযোগিতা কামনা করে কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। প্রকল্পটি বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে এবং পল্লী-কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহযোগিতায় পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদ সদস্য মহোদয়ের রংপুর জোনের বিভিন্ন ব্রাঞ্চের কার্যক্রম পরিদর্শন

গত ১৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদের সম্মানিত সদস্য নাহিদ আক্তার রংপুর জোনের জোন অফিস, রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, পৌরবাজার ও সিও বাজার ব্রাঞ্চ এবং 'সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)' এর আওতায় 'প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস' উপ-প্রকল্পের রংপুরে 'নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট' নির্মাণ কাজসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে রংপুর জোন অফিসে বিভিন্ন কর্মীদের সাথে বিশেষ সভা করেন। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন 'আইজিএ' পরিদর্শন শেষে মতবিনিময় সভায় সংশ্লিষ্ট সকলকে দিকনির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করেন। এসময় পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক ও সহকারি পরিচালক আয়শা সিদ্দিকাসহ সংশ্লিষ্ট জোনের জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

‘প্রমোশন অফ সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ উপ-প্রকল্পের জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা

‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর আওতায় ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ উপ-প্রকল্পের আওতায় গত ৩০ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জাতীয় পর্যায়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন পদক্ষেপ প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক। তিনি জানান, ফুড সার্ভিস প্রকল্পের মাধ্যমে আমারা নগরবাসীর জন্য নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে ৩৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করছি। সেইসাথে সমাজে আস্থা সৃষ্টির অংশ হিসেবে বিশেষ কিছু জোন বা পয়েন্টে নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট গড়ে তোলার কাজ চলমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নিরাপদ স্ট্রিট ফুড মার্কেট গড়ে তোলার কাজ চলছে। প্রশিক্ষণের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ এবং সার্বিক কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিওসহ প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকা।

উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এইচ এন এম সফিকুজ্জামান। তিনি বলেন, ২০৪১ সালে যে স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখছি তা বাস্তবায়ন করতে হলে জনগণের জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার কোন বিকল্প নেই। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা একা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সরকারি, বেসরকারি, এনজিও এবং সকল পর্যায়ের সহযোগিতায় এগিয়ে আশার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের সদস্য আবু নূর মোহাম্মদ শামসুজ্জামান। তিনি বলেন, স্ট্রিট ফুড প্রকল্পটি একটি সময় উপযোগী প্রকল্প। পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন স্ট্রিট ফুড প্রকল্পটি চলমান টেকসই কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ সার্বিক সহযোগিতা ও পাশে থাকার আশ্বাস প্রদান করেন। কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন ‘বিসিএসআইআর’ এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. নজরুল ইসলাম ভূইয়া। তিনি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকাণ্ড সমূহের প্রশংসা করেন।

কর্মশালায় জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক জান্নাতুল ফেরদৌস ভোক্তা অধিকার আইন সম্পর্কে একটি ভিজুয়াল প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেন। এছাড়াও সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক ফকির মোহাম্মদ মনোয়ার হোসেন, ফুড সেফটি মুভমেন্টের মহাসচিব মো. ইউনুছ আলী, বাংলাদেশ হোটেল রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সচিব মো. আক্তারুজ্জামান গিয়াস প্রমুখ। পদক্ষেপ কর্তৃক আয়োজিত পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় উক্ত কর্মশালায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনজিও সংস্থা, গণমাধ্যম ও সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ।

পদক্ষেপ এবং ল্যাব এইড ক্যান্সার হাসপাতালের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা

গত ৭ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে সংস্থার পিআইডিএম সেন্টারে ক্যান্সার সচেতনতা বিষয়ক ১টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। “ক্যান্সারের ভয় সচেতনতাই জয়”- এই স্লোগানকে সামনে রেখে কর্মশালায় পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি/আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আসমা সিদ্দিকা, এমবিবিএস, এফসিপিএস (রেডিও থেরাপি) কনসালটেন্ট এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার নির্বাহী পরিষদ সদস্য নাহিদ আক্তার ও প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক।

প্রধান আলোচক ডা. আয়শা সিদ্দিকা ক্যান্সারের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তার মূল আলোচনায় ক্যান্সার কী, কিভাবে ছড়ায়, ক্যান্সারের ঝুঁকিগুলো কী কী এবং কোন বয়সে কী করণীয়, মানব শরীরে কোন কোন অঙ্গগুলো ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় এবং তা প্রতিরোধের উপায়গুলো তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরও বলেন, বিশ্বে প্রতি মিনিটে ৮ জন নারীর মধ্যে ১জন নারী স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। সারা বিশ্বে যেখানে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত নারীর মৃত্যু হার প্রতি ৮ জনে ১ জন, সেখানে বাংলাদেশে এই হার প্রতি ২ জনে ১ জন। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে ধরা পড়লে এটা সম্পূর্ণ নিরাময় হয়। স্তন ক্যান্সার মূলত নারীদের রোগ। তবে সারা বিশ্বে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তদের এক শতাংশ পুরুষ। এছাড়াও তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন কর্মীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে সহযোগিতা করেন।

পদক্ষেপ এর নির্বাহী পর্ষদ সদস্য এবং কর্মশালার বিশেষ অতিথি নাহিদ আক্তার প্রোস্টেট এবং ফুসফুসের ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, উন্নত দেশগুলোতে ৪০ বছর বয়সের পর নারীদের স্তন ক্যান্সার স্ক্রিনিং বাধ্যতামূলক। তবে বাংলাদেশে এখনও এমন কোনো ব্যবস্থা নেই। ২০ বছরের বেশি বয়েসি প্রত্যেক নারীকে সেল্ফ স্ক্রিনিং এর মাধ্যমে স্তন ক্যান্সার পরীক্ষা এবং ৩০ বছরের বেশি বয়েসি নারীদের নিয়মিত স্ক্রিনিং এবং ৪০ বছরের উর্ধ্বে বয়সী নারীদের প্রতি বছর একবার আল্ট্রাসনোগ্রাম বা ম্যামোগ্রাম করা প্রয়োজন। তিনি কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী কর্মীদের নিয়মিত ব্রেস্ট ক্যান্সারের জন্য স্ক্রিনিং করার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, আজকের এ কর্মশালার আয়োজন মূলত সকলকে সচেতন করার লক্ষ্যেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মোঃ মনিরুজ্জামান সিদ্দীক, ডা. আয়েশা সিদ্দিকাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, “বাঁচতে হলে জানতে হবে” এইচআইভি এইডস নিয়ে যেমন সোশ্যাল মুভমেন্ট হয়েছিলো তাতে মানুষ অনেক সচেতন হয়েছিলো। কিন্তু ক্যান্সারের মত জটিল রোগ নিয়ে এরকম সচেতন করা হয় না। শুধু শহরেই নয় প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও এই সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হবে। গ্রাম অঞ্চলে কারো ক্যান্সার হলে দেখা যায় সেটাকে বিভিন্নভাবে ভুল তথ্য প্রদানের মাধ্যমে আক্রান্ত ব্যক্তিকে আতঙ্কিত করা হয়। অথচ অনেক ক্যান্সারের চিকিৎসা এখন উন্নত প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশেই সম্ভব। তাই আমাদেরকে হাওড় প্রোগ্রাম, সমৃদ্ধি প্রোগ্রাম এবং সকল প্রক্রিয়াতে ক্যান্সার সচেতনতা ছড়িয়ে দিতে হবে।

পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ সালেহ বিন সামস পদক্ষেপে কর্মরত বিভিন্ন স্টাফদের মধ্যে যাদের ক্যান্সার হয়েছে তাদের বিষয়ে এবং পরবর্তী করণীয় ও সচেতনতার বিষয়ে আলোচনা করেন। তিনি ধুমপান ও জাংক ফুড পরিহারের পরামর্শ দেন। “শারীরিক সুস্থতার সাথে মানসিক সুস্থতাও জরুরি”- এই বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে তিনি কর্মশালার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কর্মশালা শেষে নারী কর্মীদের জন্য বিশেষ সেশন এবং হেলথ স্ক্রিনিং এর আয়োজন করা হয়।

পদক্ষেপ এর 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রকল্পের উদ্যোগে ফেনীতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন

বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিবছর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বছর ২ অক্টোবর (সোমবার) দিবসটি পালিত হয়েছে। সেই আলোকে গত ২৫ অক্টোবর ২০২৩ তারিখ "শিশুর জন্য বিনিয়োগ করি, ভবিষ্যতের বিশ্ব গড়ি" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে পদক্ষেপ এর 'আউট অব স্কুল চিলড্রেন এডুকেশন' প্রকল্পের উদ্যোগে ফেনীতে বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন ইভেন্টে শিশুরা অংশগ্রহণ করে এবং ইভেন্টে বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ফেনী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে দিবসটি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ফেনী সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শুসেন চন্দ্র শীল। সহকারি কমিশনার (ভূমি) লিখন বনিকের সভাপতিত্বে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো প্রধান কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক (মনিটরিং ও মূল্যায়ন) মাহবুব আলম ও ফেনী জেলা কার্যালয়ের সহকারি পরিচালক মুহাম্মদ আবদুল হামিদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

পদক্ষেপ এর যুগ্ম-পরিচালক ও হেড অব প্রোগ্রাম উইং মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ের যুগ্ম-পরিচালক আনিছ হেসেন চৌধুরী গবেষণা, যোগাযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের সহকারি পরিচালক শেখ সাকিব আহসান ও মো: রাজিব আহমেদ, আউট অব স্কুল প্রকল্পের জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার কামরুল ইসলাম ভূঞা, টেকনিক্যাল অফিসার রিফাত বারী প্রমুখ। মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক তার স্বাগত বক্তব্যে বলেন, শিশুর অধিকার, সুরক্ষা, উন্নয়ন ও বিকাশে সংশ্লিষ্ট সবাইকে অধিকতর উদ্যোগী ও সচেতন করার লক্ষ্যে পালন করা হচ্ছে শিশু অধিকার সপ্তাহটি। তিনি শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অধিকার ও সুরক্ষা অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বলেন, আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যত। ভবিষ্যতে তারাই রাষ্ট্র পরিচালনায় নেতৃত্ব দেবে। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তাদেরকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তাই শিশুদের দেশ প্রেমিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষা অর্জন করে নিজেকে বিশ্ব প্রতিযোগিতায় প্রস্তুত করতে হবে। সে ক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অন্যান্য বক্তারা বলেন, সরকার শিশুদের কল্যাণে বিভিন্ন ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাই শিশুদের সামনে আমাদের আচরণ সংযত রেখে তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

"বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের পাটগ্রাম উপজেলার 'ইউসিসি' সমন্বয় সভা

গত ১৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" প্রকল্পের আওতায় পাটগ্রাম উপজেলার 'ইউসিসি' সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাটগ্রাম উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ মোফাজ্জল হোসেন লিফু এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিফিকেশন কনসালটেন্ট (আইভিসি) মোঃ মিজানুর রহমান। এছাড়া সভায় স্থানীয় এনজিও প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সভা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে মানুষের নিরাপদ পানীয় জল সরবরাহ ও স্যানিটেশন নিশ্চিত করতে বিশ্বব্যাংক ও এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক (এআইআইবি) এর যৌথ অর্থায়নে বাংলাদেশ সরকার 'পিকেএসএফ' এর মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি প্রকল্প "বাংলাদেশ রুর‍্যাল ওয়াশ ফর এইচসিডি" ২০২১ থেকে ২০২৫ সাল মেয়াদে বাস্তবায়ন করছে। সভায় প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের মাঝে WASH সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া প্রকল্পের আওতাভুক্ত সংস্থার মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে সমিতিতে 'বিসিসি' সেশন পরিচালনা করা হয়। পদক্ষেপ'সহ অন্যান্য সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে এই প্রকল্পের আওতায় খানা পর্যায়ে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনা এবং নিরাপদ টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমে পানি ও স্যানিটেশন বিষয়ে টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে 'এসডিজি' অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

পদক্ষেপ ডিজিটালাইজেশনে আরও একধাপ এগিয়ে

ডিজিটাল প্রযুক্তির আবির্ভাবে আধুনিক সমাজে আমাদের জীবনযাপন এবং কাজের পদ্ধতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এটি আমাদেরকে দ্রুত তথ্য অ্যাক্সেস করতে, সহজে জটিল কাজগুলির উপর নজর রাখতে সক্ষম করেছে, ফলে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের সুফল দেশের প্রত্যেক মানুষ পাচ্ছে। আর মোবাইল হচ্ছে এই বিস্ময়কর ঘটনার মূল চাবিকাঠি। পদক্ষেপও বর্তমান সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। সংস্থার মাইক্রোক্রেডিট'সহ বিভিন্ন কার্যক্রম এখন ডিজিটাল প্রযুক্তির আওতায় অন্তর্ভুক্ত। এসব কর্মসূচির আওতায় সংস্থার সকল কর্মী ও উপকারভোগীদেরকে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি ও দক্ষ করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৩ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে দেশব্যাপী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রোগ্রামের সকল সদস্যের লেনদেন মাইক্রোজেন সফটওয়্যারে সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রাহকের মোবাইলে তার এসএমএস প্রদান করা হচ্ছে। যার ফলে সদস্যগণ প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং লেনদেনের তাৎক্ষণিক আপডেট সম্পর্কে জানতে পারছে।

‘পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার’ উপ-প্রকল্পের আওতায় অনলাইন মার্কেটিং প্রশিক্ষণ

গত ২৫ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে রংপুর সদরে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর আওতায় ‘পরিবেশবান্ধব বৈচিত্র্যময় হস্তশিল্পের প্রসার’ উপ-প্রকল্পের বাজার ব্যবস্থাপনার জন্য অনলাইন মার্কেটিং প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটিতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ‘ইনডিসপ্রো’ এর সিইও এম তৌফিকুল আরাফাত, দারাজ এর প্রতিনিধি মোঃ নূর হাসান রায়হান ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।

প্রকল্প ব্যবস্থাপক ইরফানুল বারী সরকার প্রশিক্ষণের শুরুতে সকলের সাথে পরিচিতি ও স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য যেন সহজে অনলাইন মার্কেটে বিক্রয় করতে পারে এজন্য সোশ্যাল মিডিয়া ’ফেসবুক’ এর মাধ্যমে তাদের নিজস্ব ব্যবসায়িক পেজ খুলে নিজেই ব্যবসায় পরিচালনা করতে পারে এজন্য ফেসবুক পেজ খোলা, ক্যানভা দিয়ে পোস্ট ডিজাইন, কন্টেন্ট সাজানো, পোস্ট করা, বিজ্ঞাপন দেওয়া, ক্যাম্পেইন করা, অডিয়েন্স বাছাই, পোস্ট বুস্ট ইত্যাদি দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রশিক্ষণে দারাজ প্রতিনিধি উদ্যোক্তাদেরকে অনলাইনে মার্কেটিং এবং দারাজে সেলার হিসেবে কাজ করার জন্য উৎসাহিত করেন। তিনি দারাজে সেলার হিসেবে উদ্যোক্তা হওয়ার জন্য দারাজের শর্তাবলী ও সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করেন। একজন উদ্যোক্তা দারাজের সেলার হিসেবে অন্তর্ভুক্তির জন্য করণীয় কাজগুলো নিয়েও আলোচনা করেন। তিনি উদ্যোক্তাদের হস্তশিল্পের পণ্য দারাজ সেলার পয়েন্টে রেজিস্ট্রেশন করতে বলেন এবং তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই সেলার পয়েন্টে পণ্য বিক্রি করতে পারবে বলে জানান। এজন্য তাকে কোন খরচ বহন করতে হবে না। এতে করে একজন উদ্যোক্তা তার পণ্যের ব্রান্ডিং এর সুযোগ পাবে।

বক্তারা এ ধরণের প্রশিক্ষণ অয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এর গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, অনেক উদ্যোক্তা আছেন যারা তাদের পণ্য কোথায় বিক্রি করবে এবং অনলাইন পণ্য বিক্রির প্রক্রিয়া কী, এ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। প্রশিক্ষণটি সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে এবং তাদের সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেন। উদ্যোক্তাদের সক্ষমতার বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য এ ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করার ওপর গুরত্বারোপ ও সহযোগিতা কামনা করে প্রশিক্ষণটি শেষ করা হয়।

‘লিপ’ এর আওতায় সিঙ্গার ও ওয়ালটন কর্তৃক পদক্ষেপ এর ৫০ জন কর্মীর প্রণোদনামূলক বিদেশ ভ্রমণ

পদক্ষেপ লাইফ এনহান্সম্যান্ট অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (লিপ) এর আওতায় ২০২২ সালে পণ্য বিক্রয়ের বিপরীতে নভেম্বর ২০২৩ মাসে সিঙ্গার এবং ওয়ালটন গ্রুপ পদক্ষেপ এর মোট ৫০ জন স্টাফকে প্রণোদনা মূলক বিদেশ ভ্রমণে নিয়ে যায়। এরমধ্যে প্রধান কার্যালয়ের ১০ জন এবং ৪০ জন ছিলেন মাঠ পর্যায়ের স্টাফ। ওয়ালটন গ্রুপ এর পক্ষ হতে পদক্ষেপ এর মোট ৩১ জনকে নেপাল ভ্রমণে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সিঙ্গার এর পক্ষ হতে পদক্ষেপ এর মোট ১৯ জনকে নেয়া হয় মালয়েশিয়া ভ্রমণে। উক্ত ভ্রমণে অংশগ্রহণকারীদেরকে নেপাল ও মালয়েশিয়ার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান সমূহ পরিদর্শন করানো হয়।

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শেফ প্রশিক্ষণ

গত ১৪-১৬ নভেম্বর, ২০২৩ তারিখে পদক্ষেপ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) ও বিশ্ব ব্যাংক এর আর্থিক সহায়তায় ‘সাসটেইনেবল এন্টারপ্রাইজ প্রজেক্ট (এসইপি)’ এর উপ-প্রকল্প ‘প্রমোশন অব সেইফ স্ট্রিট ফুড ম্যানেজমেন্ট প্র্যাকটিসেস’ উপ-প্রকল্পের আওতায় ৩ দিনব্যাপী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক শেফ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণটি ঢাকার রিং রোডস্থ “টনি খান ইনস্টিটিউট অব স্কিল ডেভেলপমেন্ট (টিকেআইএসডি)” এর প্রশিক্ষণ রুমে অনুষ্ঠিত হয়।

পদক্ষেপ প্রোগ্রাম উইং এর যুগ্ম পরিচালক মো: মনিরুজ্জামান সিদ্দীক এর সভাপতিত্বে ৩ দিনব্যাপী শেফ প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, ফুড সার্ভিস প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা এবং রংপুরে আমাদের নগরবাসীর জন্য নিরাপদ খাবার নিশ্চিত করতে ৩৫০ জন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কাজ করছে। প্রশিক্ষণের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য এবং প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনা করেন প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার আয়শা সিদ্দীকা। প্রশিক্ষণের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস। তিনি বলেন, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে আমাদের হোটেল এবং রেস্টুরেন্টের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা এবং খাবারের পুষ্টিগুণ অক্ষুন্ন রেখে মানসম্মত খাদ্য তৈরি করাই হোক আমাদের ব্যবসার মূল উদ্দেশ্য।

প্রশিক্ষণের প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসুরক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধি নিয়ে আলোচনা করেন শেফ টনি খান। তিনি বলেন, রান্না ঘরের স্বাস্থ্যবিধি মূলত ৩ ধাপে বজায় রাখা হয়। এগুলো হলো কর্মক্ষেত্রের স্বাস্থ্যবিধি, ব্যাক্তিগত ও খাদ্য স্বাস্থ্যবিধি। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের খাবার রান্না করা; খাবারের পুষ্টি ও মান নিশ্চিত করা; রান্নাঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা; নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করা; খাবারের মেন্যু তৈরি করা ও রান্নাঘরের উপকরণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পাশাপাশি তিনি খাবার পরিবেশনকারীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ পারফেক্ট রান্নার কিছু টিপস দেন। তিনি বলেন, কেবল সুস্বাদু খাবার হলেই তাকে ভালো রান্না বা ভালো খাবার বলা যায় না, পুষ্টিমানটাও গুরুত্বপূর্ণ, পুষ্টিকর এবং সুস্বাদু রান্নাই হলো আসল রান্না।

সেশনের ২য় পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের রেসিপি কলাকৌশল, খাবার পরিবেশনের ওপর কীভাবে ভালো দক্ষতা বাড়ানো যায়, মশলা ও উপাদান সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখা, কম সময়ে নির্দিষ্ট বাজেটের মধ্যে কীভাবে ভালো খাবার রান্না করা যায়। খাবারের পুষ্টি নিয়ে ভালো জ্ঞান থাকতে হবে, সেইসাথে নতুন রেসিপি নিয়ে কাজ করার বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। এছাড়াও ছুরি ধরার ও কাটিং এর কৌশল, পরিবেশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং খাবার সংরক্ষণের নিয়ম নিয়ে আলোচনা করেন শেফ এনায়েত হোসেন এবং প্রশিক্ষণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদেরকে সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যসসম্মত উপায়ে কীভাবে রান্না করবে তা নিয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ৩ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের নিরাপদ খাবার নিশ্চিকরণের লক্ষ্যে সকলকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ এবং সার্টিফিকেট প্রদানের মধ্য দিয়ে প্রশিক্ষণটি সমাপ্তি ঘোষণা করেন পদক্ষেপ এর নির্বাহী পরিচালক মো: সালেহ বিন সামস। উক্ত প্রশিক্ষণটিতে সার্বিক সহায়তা করেন প্রকল্পের পরিবেশ কর্মকর্তা মৌসুমি কর, টেকনিক্যাল অফিসার লিভা আক্তার ও ননী গোপাল রায় এবং একাউন্স এন্ড প্রকিউমেন্ট অফিসার মো: রফিকুল ইসলাম।

রেইজ প্রকল্পের "কমিউনিটি আউটরিচ" কার্যক্রম

কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রমটি প্রকল্পের কর্মএলাকায় টেলিফোনিক যোগাযোগ, লিপলেট, পোস্টার বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নভেম্বর ২০২৩ মাসে মোট ৪টি কমিউনিটি আউটরিচ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত কমিউনিটি আউটরিচ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের সাথে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও তাদের উদ্যোগের সম্প্রসারণের জন্য অর্থায়ন এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি (Apprenticeship) কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থায়ন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি বিষয়ে ও তাদের পরিবারের সদস্যদের প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে আলোচনা করা হয়। এছাড়া জনসচেতনতা মূলক বিভিন্ন বিষয় যেমন- পুষ্টি, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, ইভটিজিং, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

রেইজ প্রকল্পের "শিক্ষানবিশি" কার্যক্রম

শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য হলো, প্রকল্পের আওতায় স্বল্প-আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণ-তরুণীদের মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে অনানুষ্ঠানিকভাবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি; মজুরিভিত্তিক এবং স্ব-কর্মসংস্থানে সহায়তা; ব্যবসা আরম্ভ করার জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন। প্রকল্পের ৩টি কর্ম-এলাকায় উক্ত কার্যক্রমটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, কর্মএলাকাগুলো -আদাবর, মিরপুর এবং মোহাম্মদপুর। উক্ত এলাকাসমূহে মোট ৫০ জন মাস্টার ক্রাফট-পার্সন/দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের অধীনে ১০০জন শিষ্য/শিক্ষানবিশকে গুরু-শিষ্য পদ্ধতিতে বিভিন্ন ট্রেডে ৬ মাসব্যাপী কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা শুরু হয়েছে। ট্রেডগুলো হলো- "ফ্যাশন গার্মেন্টস/ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং, মোবাইল ফোন সার্ভিসিং, সেলাই মেশিন অপারেশন, স্মল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেটাল ওয়ার্কস, আইটি সাপোর্ট টেকনিশিয়ান, বেকিং ও পেস্ট্রি প্রিপারেশন, মোটরসাইকেল সার্ভিসিং এবং কার্পেনট্রি ইত্যাদি"। নভেম্বর ২০২৩ এ উক্ত এমসিপি'র অধীনে আরও ১০০ জন এপ্রিনটিস বা শিষ্য নির্বাচন করা শুরু হয়েছে।

'রেইজ' প্রকল্পের "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ

প্রকল্পের আওতায় কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল রাখার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি অর্থাৎ উদ্যোগ/ব্যবসায়ে ঝুঁকি মোকাবেলা ও সফলতা অর্জনের জন্য ৩ দিনব্যাপী "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। নভেম্বর ২০২৩ মাসে সংস্থার ৫টি জোনের, ৫টি এরিয়ার, ৭টি ব্রাঞ্চে মোট ১৭টি ব্যাচের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবসায়ে পরিকল্পনা; আর্থিক ব্যবস্থাপনা (আয়-ব্যয়ের হিসাব); ব্যবসায় ঝুঁকি বিশ্লেষণ করা; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; সুষ্ঠু পরিকল্পনা মাফিক ব্যবসা পরিচালনা করা এবং ব্যবসাকে ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে নেয়া। উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমূহে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন রেইজ প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট জোনের সহকারী পরিচালক ও জোনাল ম্যানেজার, এরিয়া ও ব্রাঞ্চ ম্যানেজারবৃন্দ।

"ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক এপর্যন্ত মোট ৮৫টি প্রশিক্ষণ গত ফেব্রুয়ারি ২০২৩ থেকে শুরু করে নভেম্বর ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্পের কর্ম-এলাকার ১০টি জেলার ৮টি জোন, ১০টি এরিয়ার ১৫টি উপজেলায় ১৫টি ব্রাঞ্চে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন এবং বিশ্ব-ব্যাংকের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় পরিচালিত 'রিকভারি এন্ড এডভান্সমেন্ট অব ইনফরমাল সেক্টর এমপ্লয়মেন্ট (রেইজ)' প্রকল্পটি পদক্ষেপ দেশের ১৫টি জেলার, ২২টি উপজেলায় শহর ও উপ-শহর এলাকায় মোট ২৫টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে পদক্ষেপ। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো, 'কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম পুনরায় সচল করার লক্ষ্যে সহজ শর্তে অর্থায়ন ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য "ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা" বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পিছিয়ে পড়া ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ ও তাদের উদ্যোগের সম্প্রসারণের জন্য সহজ শর্তে অর্থায়ন এবং স্বল্প আয়ের পরিবারভুক্ত তরুণদের শিক্ষানবিশি কার্যক্রমের আওতায় প্রশিক্ষণ ও তাদের কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদানের জন্য অর্থায়ন'।

সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে আরও ১টি নতুন এরিয়া ও "রাজশাহী জোন" পুনঃবন্টন করে "বগুড়া জোন" গঠন

দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় ব্যাংকিং সুবিধা পৌঁছে দেয়া ও পুঁজির ঘাটতি পূরণে করা, আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদেরকে আগ্রহী করে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং নতুন উদ্যোক্তা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে দেশের প্রায় সব জেলায় পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে 'জয়পুরহাট নামে আরও ১টি নতুন এরিয়া গঠন ও "রাজশাহী জোন" পুনঃবন্টন করে "বগুড়া জোন" গঠন করা হয়েছে। এরমধ্যে বগুড়া জোনে জয়পুরহাট এরিয়ার ব্রাঞ্চগুলো হলো, জয়পুরহাট, পাঁচবিবি ও আক্কেলপুর ব্রাঞ্চ এবং "রাজশাহী জোন" পুনঃবন্টনকৃত রাজশাহী এরিয়ার রাজশাহী সদর, নওহাটা, হড়গ্রাম, দারুশা ও কাটাখালী ব্রাঞ্চ; চাপাঁইনবাবগঞ্জ এরিয়ার চাপাঁইনবাবগঞ্জ সদর, বালিয়াডাঙ্গা, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট ও রহনপুর ব্রাঞ্চ; পুঠিয়া এরিয়ার পুঠিয়া, চারঘাট, বানেশ্বর, বাঘা, নাটোর, বনপাড়া ও লালপুর ব্রাঞ্চ এবং তাহেরপুর এরিয়ার মোল্লাপাড়া, কেশরহাট, তাহেরপুর, ভবানীগঞ্জ ও দূর্গাপুর ব্রাঞ্চ।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

'পিভিসি' এবং 'মা ও শিশু ফোরামে' বয়সভিত্তিক আদর্শ খাবার নির্বাচন এবং খাবার তৈরির আদর্শ প্রণালীর প্রদর্শনী

অপুষ্টি দূরীকরণের অনেক কার্যক্রমের মধ্যে অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে খানা পর্যায়ে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা। অনেক সময় দেখা যায় বয়সভিত্তিক সঠিক পরিমানে ও গুণগত মানের খাবার নির্বাচন না করা হলে পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণ নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না। পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় ৬টি 'পিভিসি' এবং ৬টি 'মা ও শিশু ফোরামের' সদস্যদের মাঝে "নবজাতক ও শিশুর খাদ্য" এবং খাবার রান্নার আদর্শ প্রণালী প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। অংশগ্রহণকারী পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুর অভিভাবক, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী, কিশোর কিশোরী, প্রতিবন্ধী এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনীতে শিশুর (০ থেকে ৫৯ মাস বয়সী) খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং পারিবারিক পর্যায়ে খাবার তৈরির সময় খাবারের পুষ্টিগুণ বজায় রাখার কৌশলগত দিকসমূহ সম্পর্কে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়।

'ইউপিএইচসিএসডিপি-২য়' প্রকল্পের জামালপুর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'ইপিআই' টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ কর্তৃক পরিচালিত "আরবান প্রাইমারি হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস ডেলিভারি প্রজেক্ট-২য় পর্যায়" প্রকল্পের আওতায় গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জামালপুর পৌরসভায় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে 'ইপিআই' টিকাদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। টিকাদান কর্মসূচিতে ০-১৬ মাস শিশুদের টিকাদান ও গর্ভবতী মায়েদের ধনুষ্টংকার এবং ১৫-৪৯ বছর বয়সী সন্তান ধারণক্ষম মহিলাদের টিটি টিকা প্রদান করা হয়। কর্মসূচিটি উদ্বোধন করেন প্রজেক্ট ম্যানেজার মোঃ মনিরুজ্জামান। তিনি স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক স্বাস্থ্য বিষয়ক আলোচনা করেন। এসময় নগর স্বাস্থ্য কেন্দ্রের মেডিকেল অফিসার ডা. খালিদ মাহমুদ ও সূর্যের হাসি ক্লিনিক এর মোছাঃ শারমিন আক্তার উপস্থিত থেকে টিকা দান কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করেন।

কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা

প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ৩টি কিশোর ও পুরুষদের নিয়ে জেন্ডার সচেতনতামূলক সভা (আলোর পথে সহযাত্রী) আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবার ও সমাজের জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে পুরুষ ও কিশোরদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় উপস্থিত ছিলেন কিশোর এবং তাদের অভিভাবক। সভায় সিএনএইচপি পরিবারে নারীর কাজ, বিশ্রাম ও বিনোদন, বাল্য বিবাহ, নারী নির্যাতন ও যৌতুক প্রথা নিয়ে আলোচনা করেন। উক্ত সভার মাধ্যমে পরিবারে কিশোর ও পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে, পরিবারে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে এবং কমিউনিটিতে একটি ইতিবাচক পরিবর্তন হবে।

'মা ও শিশু ফোরাম' গঠন এবং ফোরামের সংশ্লিষ্ট অভিভাবকদের সাথে সভা

পদক্ষেপ 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের সিংপুর এবং আদমপুর ইউনিয়নে পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা কম্পোনেন্টের আওতায় মধ্য টেঙ্গুরিয়া এবং বালুচরে মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়।

মায়ের স্বাস্থ্য ও পুষ্টির উপর গর্ভস্থ সন্তানের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। এ সময়ে অপর্যাপ্ত ও অপুষ্টি খাদ্য মা ও শিশুর জন্য মারাত্মক হতে পারে। বিশেষ করে জন্মের সময় সন্তানের ওজন কম ও বুদ্ধির বিকাশ ব্যাহত এবং স্বাস্থ্য দুর্বল ও রোগাক্রান্ত হয়। এই অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে এবং প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জনের জন্য পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু, গর্ভবতী ও প্রসূতি নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতকরণে শিশুর ১ হাজার দিনের স্বাস্থ্যসেবা এবং শিশু ও মাতৃ মৃত্যু হার কমাতে মা ও শিশু ফোরাম গঠন করা হয়েছে।

এছাড়া প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় নভেম্বর মাসে 'মা ও শিশু ফোরাম সদস্যদের এবং তাদের অভিভাবকদের' মাঝে ৩টি জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিবার ও সমাজের জেন্ডার ভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। প্রকল্পভুক্ত খানার সদস্যদের জেন্ডার সংবেদনশীল সভায় মা ও শিশু ফোরামের সদস্যের অভিভাবকদের মধ্যে স্বামী, শাশুড়ি, শ্বশুর, ননদ, বাবা ও মায়েরা উপস্থিত ছিলেন। সভায় পরিবারে পুরুষের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবেন এবং কমিউনিটিতে ইতিবাচক পরিবর্তনের সূচনা ও পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়।

দম্পতি ফোরামের এবং উৎপাদক দলের সভা

প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে জেন্ডার কম্পোনেন্টের মাধ্যমে ৩টি দম্পতি ফোরাম গঠন এবং দম্পতি ফোরামের মাসিক সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত সভার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, প্রকল্পভুক্ত অতিদরিদ্র পরিবার ও সমাজের জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করা। এছাড়া অতিদরিদ্র নারী ও শিশুর জন্য উন্নত পুষ্টি সেবা নিশ্চিতকরণ এবং গর্ভধারণে সক্ষম নারী ও কিশোরীর জন্য পুষ্টি কেন্দ্রিক বিশেষ পরিসেবা সরবরাহ করা। দম্পতি ফোরামের মাসিক সভায় সর্বমোট ৭২ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। যাদের মধ্যে ৩৬ জন নারী ও ৩৬ জন পুরুষ সদস্য।

উৎপাদক দলের সভাটি প্রকল্পের নিকলী, মিঠামইন এবং অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটে আয়োজন করা হয়। নারী উদ্যোক্তা হওয়ার পথে বাধা ও তা দূরীকরণের উপায়সমূহ বিশ্লেষণ করার লক্ষ্যে 'আমরা পারি ক্যাম্পেইন' সভাটি কার্যকরি ভূমিকা রাখবে। মাঠ পর্যায়ে যেসব পরিবার ইতিমধ্যে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে নিজেদের জীবনের ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছেন তাদের মাধ্যমে প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য নারী সদস্যের সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্যোক্তা হওয়ার বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল সভার মূল উদ্দেশ্য।

দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য এবং কৈশোর কালীন স্বাস্থ্যক্যাম্প অনুষ্ঠিত

পদক্ষেপ এর 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপ-প্রকল্প ইউনিটের কাস্তুল ইউনিয়নে গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে গাইনি ও শিশু স্বাস্থ্য বিশেষায়িত স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ০-৫ বছরের ১৬ জন শিশু, ১ জন গর্ভবতি মা, ১৩ জন প্রসূতি মা, ৮ জন কিশোরী, ১০ জন প্রবীণ নারীসহ সর্বমোট ৯৫ জনকে বিনামুল্যে স্বাস্থ্যসেবা এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সহকারি সার্জন ডা. মোঃ ইউসুফ আলী।

প্রকল্পের কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়নে গত ৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখ কৈশোর কালীন বিশেষ স্বাস্থ্যক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। উক্ত স্বাস্থ্য ক্যাম্পের মাধ্যমে ৩৪ জন কিশোরীসহ মোট ৭৬ জনকে বিনামুল্যে চিকিৎসা সেবা এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করা হয়। ক্যাম্পটি পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সহকারি সার্জন ডা. মোঃ আলী।

সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী ক্লাব) গঠন, স্যানিটারি ন্যাপকিন সরবরাহ ও এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক সভা

কমিউনিটি পর্যায়ে কিশোর/কিশোরীদের পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সেবিকা হিসেবে গড়ে তোলা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য প্রজননসহ বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে কিশোর/কিশোরীদের দলগতভাবে সচেতন করা, ঐক্য সৃষ্টি এবং এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজে অংশগ্রহণে তাদের উৎসাহিত করা। এছাড়া পুষ্টিবান্ধব এলাকা সৃষ্টি, নারী-পুরুষের ক্ষমতায়ন, পারস্পরিক সহমর্মিতা ও সম্মানজনক আত্মসম্পর্ক স্থাপন এবং নেতৃত্ব বিকাশ ও জীবনদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে পদক্ষেপ 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের মিঠামইন উপজেলার কেওয়ারজোড় ইউনিয়নে ও অষ্টগ্রামের আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নে সামাজিক উন্নয়ন কেন্দ্র (কিশোরী ক্লাব) গঠন করা হয়।

ঋতুস্রাবকালীন সময়ে ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা একজন নারীর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি। প্রকল্পভুক্ত অতি দরিদ্র খানা সদস্যদের মধ্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের হার আরও অনেক কম। পুরাতন ও অপরিষ্কার কাপড় ব্যবহারের ফলে তারা অনেক ধরনের রোগে ভুগছে। স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে নারীদের অভিজ্ঞতা কমের প্রধান ৩টি কারণ হচ্ছে প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক অসচেতনতা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ভালো মানের ন্যাপকিনের অপ্রাপ্যতা এবং ন্যাপকিন ক্রয়ের ক্ষেত্রে মানসিক জড়তা ও লজ্জা। এই সমস্যা উত্তোরণের লক্ষ্যে মিঠামইনের কেওয়ারজোড় ও অষ্টগ্রামের আব্দুল্লাহপুর ইউনিয়নে কিশোরী ক্লাবে স্যানিটারি ন্যাপকিন এর ব্যবহার নিয়ে সচেতনতাবৃদ্ধিমূলক সভা এবং ন্যাপকিন সরবরাহ করা হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো, ব্যবহার বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধি করা; মা ও শিশু ফোরাম এবং কিশোরী ক্লাবের স্যানিটারি ন্যাপকিনের সরবরাহ কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করা।

কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের ওরিয়েন্টেশন

'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্পের আওতায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির টেকসই উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য অতিদরিদ্র সকল বয়সের জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা লক্ষ্যে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সভা কক্ষে কমিউনিটি ক্লিনিকের সিজি গ্রুপের সদস্যদের এক ওরিয়েন্টেশন এর আয়োজন করা হয় । উক্ত ওরিয়েন্টেশনে ৫ টি সিজি গ্রুপের ২৫ সদস্য উপস্থিত থেকে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও মেডিকেল অফিসার এর মাধ্যমে সিজি পরিচালনা, কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য, সেবার মান উন্নয়নে করনীয়, কী ধরনের ঔষধ পাওয়া যায়, অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির সেবার মানউন্নয়নে কি করনীয় সেবা গ্রহীতার সাথে সংবেদনশীল আচারণ করা এ সকল বিষয় আলোচনা করা হয়। এ সময় তিনি আরো বলেন কিশোরী, মা ও শিশু, প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ব্যক্তিদের যেন অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

পথনাটক প্রদর্শনী

স্থানীয় পর্যায়ে একটি ন্যায্য, দারিদ্র মুক্ত ও সমৃদ্ধ সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পরিচালনার করে আসছে 'পিপিইপিপি-ইইউ' প্রকল্প। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা তৈরির জন্য কাজ করছে পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র জনগণ, ইন্টারসেকশনাল গ্রুপের সদস্যসহ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে জীবিকায়ন, পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, প্রতিবন্ধিতা, জেন্ডার, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু অভিযোজন বিষয়ক সুনিদিস্ট কিছু বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়গুলো আলোকে একটি পথনাটক এর আয়োজন করা হয়। কমিউনিটির আচারণ পরিবর্তনের জন্য বিনোদনের মাধ্যমে তথ্য প্রদান ও স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে নাটক প্রদর্শনী করা হয়।

আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন

প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে ৪০ জন সদস্যকে উচ্চমূল্যে নিরাপদ সবজি চাষের জন্য বীজ ও রোপণের জন্য নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ১১০ জন সদস্যকে উচ্চফলনশীল/ঘাত সহিষ্ণু ধান চাষের জন্য ধানের বীজ, সার, কীটনাশক প্রদান করা হয়। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় নিকলী, মিঠামইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলায় ১০টি ইউনিয়নে ৩৫ জন সদস্যকে ভেড়া প্রদান করা হয়। ভেড়া পালনের জন্য মাঁচা তৈরির পরামর্শ দেয়া হয়। এসময় প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ ও এরিয়ার এরিয়া কো-অর্ডিনেটর উপস্থিত ছিলেন।

‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্পের অনুকরণীয় বাবা ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী ও পুরুষ উভয়ের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা গুরুত্বপূর্ণ। গৃহস্থলী কাজ এবং সন্তানের যত্নে পুরুষের অংশগ্রহণ, আয়বর্ধনমূলক কাজে নারী ও পুরুষের ন্যায়সংগত অংশগ্রহণ, পারিবারিক বিষয়ে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পারিবারিক নির্যাতন ও বাল্য বিবাহ হ্রাস নিশ্চিত করার গুরুত্ব অপরিসীম। এই বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে “অনুকরনীয় বাবা” ক্যাম্পেইন বিষয়ক সভাটি পদক্ষেপ ‘পিপিইপিপি-ইইউ’ প্রকল্পের নিকলী উপ-প্রকল্প ইউনিটের জেন্ডার কম্পোনেন্টের আওতায় দামপাড়া ইউনিয়নের বড়কান্দা উত্তরণ প্রসপারিটি কিশোর ক্লাবের সদস্য এবং অভিভাবকদের নিয়ে জেন্ডার সংবেদনশীল সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পরিবারে বাবাদের ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভার মাধ্যমে বাবাদের ভূমিকা সম্পর্কে সকলে সচেতন হবে, যারা ইতিমধ্যে সন্তানের যত্ন ও শিক্ষায় ভূমিকা রাখছেন তারা আরও উৎসাহিত হবেন ও অনুকরনীয় বাবাদেরকে অনেকেই অনুকরণে উৎসাহিত হবেন এবং পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বড়লেখায় ‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রমের আওতায় “স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো” শীর্ষক প্রশিক্ষণ

পদক্ষেপ তার সামাজিক সেবা কর্মসূচির আওতায় বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রত্যন্ত এলাকার দরিদ্র জনগণের কল্যাণে বিনামূল্যে বিভিন্ন কার্যক্রম আয়োজন করে থাকে। গত নভেম্বর ২০২৩ তারিখ সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নে ‘উন্নয়নে যুব সমাজ’ কার্যক্রমের আওতায় “স্বপ্ন আমার উদ্যোক্তা হবো” শীর্ষক ০২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণে ৪ ব্যাচে ১০০ জন যুবক ও যুবতীদের মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো, যুবকদের পড়ালেখার পাশাপাশি উদ্যোক্তা তৈরিতে উৎসাহিত করা এবং পরিবারের বোঝা না হয়ে পারিবারিক বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করা। পড়ালেখার শেষ করে বেকার না থেকে নিজেই উদ্যোক্তা হওয়া।

“পিকেএসএফ” এর অর্থায়নে এবং পদক্ষেপ এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির উদ্যোগে বড়লেখা উপজেলার দাসেরবাজার ইউনিয়নের সুরিকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মালিশ্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ইউনাইটেড উচ্চ বিদ্যালয় এবং বাগীরপার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উক্ত কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। পহেলা নভেম্বর জাতীয় যুব দিবসে “স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের উদ্যোগে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দাসেরবাজার ইউনিয়ান পরিষদের চেয়াম্যান স্বপন কুমার চক্রবর্তী। উদ্বোধনী বক্তৃতায় তিনি বলেন, পদক্ষেপ বর্তমানে আর্থিক, কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম’সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দেশব্যাপী পরিচালনা করছে। “স্মার্ট যুব সমৃদ্ধ দেশ বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ” যুবকদের মানব কল্যাণে ও দেশ উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে হবে। মাদককে না বলবে, বাল্য বিবাহকে না বলবে, শিশুশ্রমকে না বলবে এবং নিজেদের আত্ব কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে সমাজকে বেকার মুক্ত রাখতে ভুমিকা রাখবে। সমাজ উন্নয়ন কর্মকর্তা মোঃ আলমগীর হোসেনের সঞ্চালনায় প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাসেরবাজার ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আঃ রহমান, সাবেক ইউপি সদস্য মনির হোসেন ও দাসেরবাজার ব্রাঞ্চের সমন্বয়কারী শ্রীনন্দন বর্মন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা তন্ময় দাস প্রমুখ।

নভেম্বর মাসে প্রশিক্ষণ পেয়েছে ৭৩৭ জন

নভেম্বর ২০২৩ মাসে অভ্যন্তরীণভাবে পদক্ষেপ এর মাঠ পর্যায়ে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত ১১৪ জন কমিউনিটি ম্যানেজারকে “বেসিক ওরিয়েন্টেশন” বিষয়ে এবং ভার্চুয়ালভাবে মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন জোনের ৬২২ জন কর্মীকে মাইক্রোজেন সফটওয়্যারের আলোকে দৈনিক মনিটরিং ও কার্যক্রম বিষয়ক অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি বহি:উৎস ‘পিকেএসএফ’ কর্তৃক আয়োজিত পদক্ষেপ এর ১ জন সহকারি পরিচালককে ‘টিওটি’ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

পিআইডিএম এ মাসে সেবা দিয়েছে ৫৮৭ জনকে

পদক্ষেপ তার নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পিআইডিএম-এ পদক্ষেপ’সহ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ও যৌথ ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় নভেম্বর ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ’সহ ৮টি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার মোট ৫৮৭ জন কর্মী/উপকারভোগীর অংশগ্রহণে ২টি সভা ও ৫টি প্রশিক্ষণ ব্যাচের জন্য খাদ্য, ভেন্যু ও আবাসন সেবা প্রদান করা হয়েছে।

এ মাসে রেমিটেন্স লেনদেন হয়েছে ১৬৯টি

নভেম্বর ২০২৩ মাসে বিভিন্ন ব্রাঞ্চের মাধ্যমে মোট ১৬৯ জন গ্রাহককে ৬৪.৪ লক্ষ টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করা হয়েছে। এভাবে এ পর্যন্ত পদক্ষেপ মোট ১,৫৯,৯৮৬ জন গ্রাহককে ৫১৬.০০ কোটি টাকা রেমিটেন্সের অর্থ প্রদান করেছে। উল্লেখ্য যে, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সাথে পদক্ষেপ দেশব্যাপী মানিগ্রাম, ট্রান্স-ফাস্ট, এক্সপ্রেস মানি, সিবিএল মানি ট্রান্সফার, ইজেড রেমিট, আল জাদিদ, আফতাব কারেন্সি, ইউনিমনি, ইনস্ট্যান্ট ক্যাশ, রিয়া ও ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন’সহ মোট ২৯টি এক্সচেঞ্জ হাউজ/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে দ্রুততম সময়ে বিদেশ হতে প্রেরিত রেমিটেন্স গ্রাহকের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে।

এ মাসে ১৭৯ জনকে নিয়োগ দিয়েছে পদক্ষেপ

নভেম্বর ২০২৩ মাসে পদক্ষেপ এর প্রধান কার্যালয়ে মানবসম্পদ ও প্রশাসন বিভাগে সিনিয়র প্রবেশনারি অফিসার পদে ১ জন ও প্রমিজ ফার্মেসিতে সেলসম্যান পদে ১ জন এবং ‘পিআইডিএম’-এ বাবুর্চি ১ জন, সার্ভিস স্টাফ ২ জন ও আয়া কাম ক্লিনার পদে ৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির কুষ্টিয়া জোনে জোনাল ম্যানেজার পদে ১ জন, গাজীপুর ও ময়মনসিংহ এরিয়ার এরিয়া ম্যানেজার পদে ২ জন, বিভিন্ন ব্রাঞ্চে সিএম-১ ও ২ এবং এবিএম পদে ১৪০ জন ও জোন অফিসে অফিস সহকারি পদে ৯ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ‘ইউপিএইচসিএসডিপি-২’ প্রকল্পে কাউন্সেলর ২ জন, ক্লিনিক এইড ১ জন, আয়া কাম ক্লিনার ১ জন, ফিল্ড সুপারভাইজার ৩ জন, ম্যাসেঞ্জার ২ জন, সার্ভিস প্রোমোটর ৩ জন, প্যারামেডিক ২ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভিজিটর ১ জন, ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসিস্টান্ট ১ জন, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাসিস্টান্ট পদে ১ জন ও নেত্রকোণাতে মেডিকেল অফিসার পদে ১ জন এবং সমৃদ্ধি কর্মসূচির দাসেরবাজারে ‘ইডিও’ পদে ১ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মী কল্যাণ তহবিল, সিপিএফ ও অনুদান প্রদান

নভেম্বর ২০২৩ মাসে সিপিএফ হতে ৬৬ জন কর্মীকে ৪০.৭৮ লক্ষ টাকা প্রদান এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ৬৬ জন কর্মীকে ২,১৭,৫০০/- টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে। এছাড়া কর্মী স্বেচ্ছা সঞ্চয় ও বিমা প্রোগ্রাম থেকে ৯০ জনকে ২৫,৪০,৩৯২/- টাকা এবং কর্মী কল্যাণ তহবিল হতে ০২ জনকে ২ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

রিসার্চ, কমিউনিকেশন ও পাবলিকেশন ডিভিশন কর্তৃক প্রণয়নকৃত মাসিক ই-নিউজে আপনার আওতাধীন কার্যক্রমের প্রতিমাসের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ পরবর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে zahid@padakhep.org ই-মেইলে জমা প্রদানের আহবান করা হলো।

প্রধান কার্যালয়: বাড়ি নং-২৮/১, পশ্চিম তেজতুরি বাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
ফোন ঃ ৫৮১৫১১২৬, ৫৮১৫৬৯২৫, ৫৫০১০৪০৫ ৫৫০১০৪০৬, ফ্যাক্স ঃ ৮৮-২-৯১৩৭৩১০
E-mail : pmuk@padakhep.org info@padakhep.org, Web: www.padakhep.org